32

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ০২ MAY ...
পৃষ্ঠা ... ৬ কলাম ... ১ ...

১৯শে বৈশাখ, ১৩৯৪

সংবাদ

ঢাকা : রোববার, ১৯শে বৈশাখ, ১৩৯৪

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা

বিশ শতকে ছাত্র-ছাত্রীরা চালাবিহীন শিক্ষালয়ে মাদুর পেতে বসে কলাপাতায় লেখাপড়া করছে, এটা কল্পনা করা যায় না। কিন্তু নিদারুণ বাস্তব যে কল্পনাকেও হার মানায়, আমাদের দেশের অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হালহকিকত তারই প্রমাণ দেয়। এগুলোতে না আছে পর্যাপ্ত চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, ব্ল্যাকবোর্ড, না প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা।

দু'দশটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা এমন হলে তেমন আপত্তি ছিল না। কিন্তু 'টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া' পর্যন্ত অসংখ্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা উপকরণ, আসবাবপত্র এবং শিক্ষকের যদি তীব্র অভাব থাকে তাহলে তা ভাবনার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় বৈকি!

আমাদের দেশে অবস্থাটা এমনি যে যারা স্কুল-কলেজে ভাল রেজাল্ট করে তারা পারতপক্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় রাজী হন না। ইদানীং শিক্ষিত বেকারের অভাব নেই। অথচ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকের পদ শূন্য পড়ে রয়েছে অসংখ্য। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ওপর আরোপিত বিধি-নিষেধ উঠিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাই। কিন্তু শিক্ষক নিয়োগে বিভিন্ন জায়গা থেকে দুর্নীতির যে অভিযোগ আসছে তা অধিকতর চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যিনি দুর্নীতি করে শিক্ষকতার নামে একটি চাকরি জোটাবেন তিনি যে মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে ছাত্রদের কি শেখাবেন তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না।

সরকার যদি পরিকল্পনা ও প্রতিশ্রুতি মোতাবেক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে আসবাবপত্রসহ শিক্ষার উপকরণ সরবরাহ করতে না পারেন তাহলে সেগুলোর অভাব ঘটাই স্বাভাবিক। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে যেখানে ১৩২০৯টি বিদ্যালয়গৃহ সংস্কার ও মেরামতের কথা ছিল সেখানে বাস্তবে করা সম্ভব হয়েছে ৯,৬০৬টি। এই সময়ে কথা ছিল ২৪১০৮টি শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করা হবে, হয়েছে ১১২৭৪টি ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল ৪ লাখ ৪১ হাজার জোড়া বেঞ্চ সরবরাহ করা, করা হয়েছে ৩ লাখ ২৮ হাজার জোড়া। পানীয় জলের জন্য নলকূপ খননের কথা ছিল যেখানে ২০,৩০০টি, সেখানে খনন করা হয় মাত্র ৬,২৪২টি। সরকারী হিসেবেই দেখা যায় শ্রেণীকক্ষ নির্মাণের ক্ষেত্রে ৪৭% ভাগ, বেঞ্চ সরবরাহের ক্ষেত্রে ৭৪'৩৮% ভাগ, নলকূপ স্থাপনের ক্ষেত্রে ৩০'৭৩% ভাগ এবং শৌচাগার নির্মাণের ক্ষেত্রে মাত্র ১৫'৪১% ভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ছিল যেখানে ৩৩১ কোটি ৭০ লাখ টাকা, সেখানে ব্যয় হয়েছে ২১০ কোটি ৭০ লাখ টাকা।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা মেয়াদে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৪৭ লাখ ৪ হাজারের পরিবর্তে মাত্র ৬ লাখ ৩৪ হাজার বৃদ্ধি পাওয়ার মূল কারণসমূহ এখানেই খুঁজে পাওয়া যাবে। অবস্থা যেভাবে চলছে তা অব্যাহত থাকলে ১৯৯০ সাল নাগাদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করার বয়সী ৭০ ভাগ ছেলেমেয়েকে স্কুলে অধ্যয়ন করাবার সরকারী লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে বলে মনে হয় না।